২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বৈশিষ্ট্যাবলী

সেক্টরঃ কৃষি

২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে কৃষি সেক্টরের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট ৮৩৮২.১২ কোটি (জিওবি ৫৩৪৪.২২ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৩০৩৭.৯০ কোটি) টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে নতুন প্রকল্পের বরাদ্দ থোক ৩২১.৪৩ কোটি (জিওবি ২৩৪.৭৮ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৮৬.৬৫ কোটি) টাকা। কৃষি সেক্টরের আওতায় সাব-সেক্টরসমূহের তথ্যাদি নিম্নরুপঃ

সাব-সেক্টরঃ ফসল

দেশের জনসাধারণের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত তথা খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদনের গুরুত্ব অপরিসীম। জলবায়ু অভিযোজন সক্ষম কৃষি ব্যবস্থা প্রণয়ন, কৃষিকে লাভজনক ও বাণিজ্যিকভাবে টেকসই করা, কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি বিষয়াবলীর ওপর ফসল সাব-সেক্টরে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

এ লক্ষ্যে কার্যকর কৌশল হিসেবে উন্নত জাতের উচ্চ ফলনশীল বীজ উদ্ভাবন, উৎপাদন ও বিতরণ, সেচ এলাকা সম্প্রাসারণ, সার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, শস্য নিবিড়করণ, বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ পদ্ধতি চালুকরণ, ভোক্তার চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থিতিশীল কৃষি পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং গবেষণা, সম্প্রসারণ, কৃষি বিষয়ক তথ্যাদি প্রচারণাসহ অন্যান্য সহযোগী কার্যক্রম ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে ফসল অনুবিভাগের আওতায় মোট ৫২টি (বিনিয়োগ ৫১টি ও কারিগরি সহায়তা ১টি) প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া, বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় ৯৪টি প্রকল্প এবং সম্ভাব্য সমাপ্য তালিকায় ১৩টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সাব-সেক্টর: খাদ্য

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে খাদ্য উপ-খাতের অধীন খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছেঃ খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিতরণ, জরুরি অবস্থা মোকাবেলা ও খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং কৃষক ও ভোক্তা উভয় শ্রেণির নিরাপদ মজুদ গড়ে তোলাসহ সামগ্রিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সুসংহত করা। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জাতীয় খাদ্য নীতির উদ্দেশ্য অর্জনে এডিপিভুক্ত প্রকল্পগুলি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সারাবছর ব্যাপী মানসম্মত প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্যের মজুদ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখাসহ দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অপরদিকে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা। উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো হচ্ছে সেতু/কালভার্ট, বন্যা প্রবণ এলাকায় বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র, ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। এ ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে খাদ্য সাব-সেক্টরের আওতায় মোট ১৪টি (বিনিয়োগ ১৩টি ও কারিগরি সহায়তা ১টি) প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া, বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় ১৮টি প্রকল্প এবং সম্ভাব্য সমাপ্য তালিকায় ৩টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সাব-সেক্টরঃ পরিবেশ ও বন

মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি)'তে বনজ সম্পদের প্রত্যক্ষ অবদান উল্লেখযোগ্য না হলেও পরোক্ষ অবদান ব্যাপক, বিশেষ করে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বন খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। Forestry Sector Master Plan অনুযায়ী দেশের বনজ সম্পদের উন্নয়নে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের উপর অগ্রাধিকারের পাশাপাশি জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণি সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন রক্ষিত এলাকা ও অভয়ারণ্যের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে সহ-ব্যবস্থাপনা (Co-management) পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য সাসটেইনেবল ফরেস্ট এন্ড লাইভলিহুডস, সুন্দরবন ব্যবস্থাপনা সহায়তা, স্থানীয় ও নৃ-গোষ্ঠী জনগণের সহায়তায় মধুপুর জাতীয় উদ্যানের প্রকৃতি পর্যটনের উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কের এ্যাপ্রোচ সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রতিবেশ উন্নয়ন ও পাল্পউড উৎপাদনের লক্ষ্যে কাপ্তাই পাল্পউড বাগান বিভাগের অধিক্ষেত্রে দেশীয় প্রজাতির স্বল্পমেয়াদি বাগান সৃজন শীর্ষক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে পরিবেশ ও বন সাব-সেক্টরের আওতায় মোট ২৬টি (বিনিয়োগ ২১টি ও কারিগরি সহায়তা ৫টি) প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া, বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় ২১টি (বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে ৪টি প্রকল্পসহ) প্রকল্প এবং সম্ভাব্য সমাপ্য তালিকায় ৩টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সাব-সেক্টরঃ মৎস্য

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান-কে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। সম্ভাবনাময় এ সেক্টর প্রাণিজ আমিষের (প্রায় ৬০%) অন্যতম উৎস। প্রতিদিন একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির জন্য ৬২.৫৮ গ্রাম মাছের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে ইতোমধ্যে মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এছাড়া, আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্রেও এ সেক্টরের অর্জন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের মোট কৃষিজ আয়ে এ খাতের অবদান ২৫.৩০% । আর মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৩.৫৭% মৎস্য উপ-খাতের অবদান। দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় ১১% এ সেক্টরের বিভিন্ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে। বিগত ১০ বছরে মাছের উৎপাদনে গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে প্রায় ৫.৪২ শতাংশ।

উন্নততর প্রযুক্তির সাথে সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত সম্প্রসারণ কর্মীগণের সার্বক্ষণিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ফলে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ৩ দশকে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৫ গুণ। ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছরে উৎপাদিত মৎস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪১.৩৪ মে.ট. এ উন্নীত হয়েছে। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর তথ্য মতে অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের ৫ম স্থান অধিকার করে। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্যজীবীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান সুসংহত করার লক্ষ্যে বর্তমানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মৎস্য সাব সেক্টরের আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণে টেকসই সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ পরিচালনা, ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত মৎস্য চাষ সেবা সম্প্রসারণ, পার্বত্য অঞ্চল ও কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, দেশের

গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন, ব্রুড ব্যাংক স্থাপন, জলাশয় পুন:খনন, স্বাদু পানিতে চিংড়িচাষ কার্যক্রম, মুক্তা, কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ, সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন ও আহরণ বৃদ্ধির জন্য গবেষণা জোরদারকরণ, শামুক ও ঝিনুক চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে গবেষণা পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০২০-২১ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মৎস্য উপ-খাতের আওতায় মোট ১৩টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এর মধ্যে ১৩টিই বিনিয়োগ প্রকল্প। এছাড়া, কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনলজি প্রকল্প (এনএটিপি)-২য় পর্যায়" প্রকল্পের একটি কম্পোনেন্ট মৎস্য উপ-খাতের আওতাধীন রয়েছে। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের অনুকূলে এডিপিতে মোট ৫৭০.৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যার মধ্যে জিওবি ২৬৭.৭৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩০৩.০০ কোটি টাকা।

সাব-সেক্টরঃ প্রাণিসম্পদ

উন্নত ও কর্মক্ষম জাতি গঠনে প্রাণিজ আমিষ তথা দুধ, মাংস ও ডিমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এছাড়া, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, চাষাবাদ, চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানীতে এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি নিরাপত্তা ও নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ উপখাতের ভূমিকা অপরিসীম। স্থিরমূল্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ছিল ১.৫৩% এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.৪০% । মোট কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রায় ১৩.৪৬%।

২০০৮-২০১৮ মেয়াদে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও এই খাতে সম্পৃক্তদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খামারী পর্যায়ে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণ; পশু খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ; পোল্ট্রি সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন পোল্ট্রির জাত উন্নয়ন; দেশী মুরগির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং গবাদি প্রাণি ও পোল্ট্রি সম্পদকে বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য টিকা উৎপাদন; অধিক দুধ ও মাংস উৎপাদনকারী গবাদি প্রাণির জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম জোরদারকরণ; দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে দেশের ৫টি স্থানে এবং পরবর্তীতে অন্য আর একটি প্রকল্পের আওতায় আরও ৩টি স্থানে মোট ৮টি ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনলজি স্থাপন, প্রাণিজাত খাদ্য ও খাদ্য উপকরণের মাননিয়ন্ত্রণের জন্য ল্যাবরেটরী স্থাপন, ডেইরী গবেষণা উন্নয়ন ইত্যাদি প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রাণিসম্পদ উপ-খাতের আওতায় মোট ২৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে যার মধ্যে ২১টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ৩টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। এছাড়া, কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনলজি প্রকল্প (এনএটিপি)-২য় পর্যায় প্রকল্পের একটি কম্পোনেন্ট প্রাণিসম্পদ উপ-খাতের আওতাধীন রয়েছে। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১০৩১.০৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যার মধ্যে জিওবি ৪৬৯.১৪ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৬১.৯০ কোটি টাকা। সার্বিকভাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে জিওবি হতে ১০.০০ কোটি টাকা থোক হিসেবে এ খাতের অননুমোদিত নতুন প্রকল্প অনুমোদন সাপেক্ষে তার অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সাব-সেক্টরঃ সেচ

কৃষি কাজের জন্য সেচ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় নিয়ামক। সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ধরে রাখার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও সেক্টরাল পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেচ উপখাতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির অধিক ব্যবহার এবং ভূ-গর্ভস্থ/ভূ-উপরিস্থ পানির সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাছাড়া, ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ক্ষুদ্রাকার বিভিন্ন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমেও সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে, বর্তমানে দেশের আবাদযোগ্য জমির প্রায় ৭৫% জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। সেচ কাজে পানির অপচয়রোধসহ বিদ্যুতের ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে পানি সাশ্রয়ী আধুনিক সেচ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ যথাঃ ভূ-উপরিস্থ সেচ নালার পরিবর্তে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ, রাবার ড্যাম নির্মাণ এবং সৌরশক্তি দ্বারা সেচ কার্যক্রম পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে কৃষি সেক্টরের সেচ-উপখাতের আওতায় ৩৯টি বিনিয়োগ প্রকল্প বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাছাড়া, সেচ উপখাতের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি-তে বরাদ্দবিহীনভাবে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় মোট ২৭টি বিনিয়োগ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষি খাতে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ও সর্বোপরি খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনসহ দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বৈশিষ্ট্যাবলী

সেক্টরঃ পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে একটি উন্নত সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। দেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের প্রসার, গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার কাজে গ্রামীণ দরিদ্র ও দু:স্থ নারীদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে পরিকল্পিত উন্নয়নে এ সেক্টর ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে স্থানীয় সরকার ও এর আওতাধীন এলজিইডি'র মাধ্যমে দেশের উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক, গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ হাট-বাজার, জেটি, ঘাট উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে চলছে। এ লক্ষ্যে এলজিএসপি-৩, আরটিআইপি-২, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২, পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণসহ ৯৯টি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

এ সেক্টরের আওতায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২২টি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২টি, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২টি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১১টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর মধ্যে আমার বাড়ি আমার খামার (পূর্বের একটি বাড়ী একটি খামার), সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায়, পল্লী জনপদ, পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, উত্তরাঞ্চলের অতি দরিদ্র্যদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ, অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩, উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, আশ্রয়ন-২, আশ্রয়ন-৩, গুচ্ছগ্রাম-২ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প বাংলাদেশের গ্রামের প্রতিটি বাড়িকে একটি টেকসই কৃষি নির্ভর Income Generating Unit এ উন্নীতকরণের মাধ্যমে জাতীয় দারিদ্র্যের হার হ্রাসকরণে ভূমিকা রাখছে। আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের আওতায় মোট ২ লক্ষ ৫০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় পরিবারকে সরকারি খাস জমিতে পুনর্বাসন করা হবে। খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে কৃষি জমির সাশ্রয় এবং শহরের মত আধুনিক আবাসন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এ সেক্টরের আওতায় 'পল্লী জনপদ' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, প্রোটিনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দুগ্ধ উৎপাদন, দুগ্ধের বহুমূখী ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ নিশ্চিতকরণের জন্য ফরিদপুর ও চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প চলামান রয়েছে। অন্যদিকে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টিসহ অন্যান্য মৌলিক সুবিধা নিশ্চিতের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বৈশিষ্ট্যাবলী

সেক্টরঃ পানি সম্পদ

পানি সম্পদের উন্নয়ন, সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার ও সুষম বন্টনের মাধ্যমে বিভিন্ন উপ-খাতের চাহিদা পূরণ, বিশেষ করে খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ধরে রাখার জন্য সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের অনুসৃত নীতি হলঃ (১) শুষ্ক মৌসুমে নদ-নদীর প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য উজানের দেশগুলির সংগে অভিন্ন নদ-নদীর পানি বন্টনে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ, (২) বন্যাপ্রবণ এলাকায় যথোপযুক্ত অবকাঠামো নির্মাণ করে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস ও জান-মালের নিরাপত্তা বিধান, (৩) লাগসই প্রযুক্তি নির্ভর অবকাঠামোর মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি, (৪) নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে শস্য উৎপাদনের পরিবেশ সৃষ্টি, (৫) উন্নততর প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জমির লবণাক্ততা দূরীকরণ ও ভূমি পুনরুদ্ধার এবং (৬) পানি সম্পদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রয়োজনীয় সমীক্ষা ও গবেষণা পরিচালনা। এ নীতির সংগে সামঞ্জস্য রেখে সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নকালে প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার, বাস্তবায়ন পর্যায় ইত্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক অগ্রাধিকারসম্পন্ন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে যথাসম্ভব বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা তথা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণ ও দেশের বৃহৎ নদীগুলির শাসন নিয়ন্ত্রণ এবং গুরুত্বপূর্ণ ছোট বড় শহর ও স্থাপনা রক্ষাকল্পে বিভিন্ন প্রকল্প পানি সম্পদ খাতে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। লবণাক্ততা থেকে জলাভূমি/সুন্দরবন সংরক্ষণ ও সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধারকল্পেও বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া, পানি সম্পদের সুষম ও সমন্বিত উন্নয়ন বিষয়ে টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মধ্যমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশের নদীগুলির তলদেশ পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ায় নদী খনন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। একইসঙ্গে নৌ-চলাচল স্বাভাবিক রাখার উদ্দেশে নদীগুলির নাব্যতা রক্ষা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য নদী খনন গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার নদী খননের ওপর গুরুত্বারোপ করে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় মোট ৯৩টি (বিনিয়োগ ৯০টি ও কারিগরি সহায়তা ২টি) প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া, বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় ১২৭টি প্রকল্প এবং সম্ভাব্য সমাপ্য তালিকায় ৩৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে পানি সম্পদ সেক্টরের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট ৫৫২৭.৩৭ কোটি (জিওবি ৫১১১.২৬ কোটি প্রকল্প সাহায্য ৪১৬.১১ কোটি) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে নতুন প্রকল্প বরাদ্দ থোক হিসেবে জিওবি ৩১৬.৩৪ কোটি টাকা রয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বৈশিষ্ট্যাবলী

সেক্টরঃ শিল্প

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)-তে শিল্প খাতের আওতায় সাব-সেক্টর ভিত্তিক প্রকল্প তথ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

সাব-সেক্টরঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উপ-খাতের উদ্দেশ্যসমূহ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক। এ উপ-খাতের আওতায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় শিল্প নগরী স্থাপন, শিল্পোদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিল্প কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সাব-সেক্টরে চলমান ২০টি প্রকল্পে (বিনিয়োগ ১৯টি এবং কারিগরি সহায়তা ১টি) মোট ৬১০.০১ কোটি টাকা বরাদ্দ (জিওবি ৫৩৮.৬৭ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৯.০০ কোটি এবং নিজস্ব অর্থায়ন ২২.৩৪ কোটি) টাকা রাখা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্প গ্রহণের নীতিমালায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প উৎপাদনে সহায়ক প্রকল্প অগ্রাধিকার পেয়েছে। সে আলোকে উত্তরাঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্পনগরী স্থাপনসহ কারুশিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বেশ কিছু নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

সাব-সেক্টরঃ রসায়ন ও খনিজ শিল্প

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রসায়ন ও খনিজ শিল্প উপ-খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ উপ-খাতের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রাসায়নিক সারের প্রাপ্যতা, সংরক্ষণ ও সরবরাহ নিশ্চিত করা হয় এবং কাগজ, সিমেন্ট, ইনস্যুলেটর ও হার্ডবোর্ড ইত্যাদি উৎপাদন করা হয়। এ উপ-খাতের আওতায় দেশে নতুন সার-কারখানা স্থাপন ও পুরাতন সার-কারখানা সংস্কার এবং সিমেন্ট কারখানা ও নিউজপ্রিন্ট মিল সংস্কার ও আধুনিকীকরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপিতে ৬টি বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৪৪২.৩২ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়াও, বিডার্স ফাইন্যান্স ২০৫০.০০ কোটি টাকা। শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দৈনিক ১৭৬০ মে.টন হিসাবে বার্ষিক ৫.৮১ লক্ষ মে.টন সার উৎপাদিত হচ্ছে। 'ছাতক সিমেন্ট কোম্পানির উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেস এ রূপান্তরকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ছাতক সিমেন্ট কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক গড়ে ৫০০ মে.টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০০ মে. টনে উন্নীত হবে। দৈনিক ২৮০০ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী প্রকল্প এবং গুণগত মান অক্ষুন্ন রেখে মোট ১.৩০ লক্ষ মে.টন ও ৫.১০ লক্ষ মে.টন ইউরিয়া সার সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য বিভিন্ন জেলায় যথাক্রমে ১৩টি ও ৩৪টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণের লক্ষ্যে দুইটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় রাসায়নিক কারখানা ও গুদামজনিত দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে 'অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প সম্প্রতি অনুমোদিত হয়েছে।

সাব-সেক্টরঃ চিনি, খাদ্য ও সহযোগী শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চিনি, খাদ্য ও সহযোগী শিল্প উপ-খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি) এর আওতাভুক্ত ১৫টি চিনিকলে বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২.১০ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে বর্তমান চিনির চাহিদা প্রায় ১৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, চিনির ক্রমবর্ধমান বহুমুখী ব্যবহার এবং নগরায়নের ফলে ২০২০ সালে চিনির চাহিদা দাঁড়াবে ১৮.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন। চিনি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারি খাতের বিভিন্ন চিনিকল সংস্কারের উদ্দেশ্যে চলতি অর্থ বছরের এডিপিতে চিনি, খাদ্য ও সহযোগী শিল্প উপ-খাতের আওতায় ৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে, যার অনুকূলে মোট ৪৫.৫০ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশে প্রতিবছর অতিরিক্ত প্রায় ৮১.০০ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদিত হবে। একইসাথে বিদ্যুৎ, স্পিরিট, বায়োগ্যাস এবং বায়োকম্পোষ্ট উৎপাদনের ফলে মিলগুলো লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ঃ

শিল্প খাতের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১টি বিনিয়োগ ও ৩টি কারিগরি সহায়তাসহ ৪টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১১.১৪ কোটি (জিওবি ৩.৩৪ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৭.৮০ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ জাতীয় গুণগত মান ও কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল স্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা স্থাপন সম্ভব হবে। এছাড়া ভিটামিন-এ ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ, ভিটামিন-এ স্বল্পতাজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাসকরণ এবং শিশু ও মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার হ্রাসকরণের বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সাব-সেক্টর: পাট, বস্ত্র ও বেপজা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পাট, বস্ত্র ও বেপজা উপ-খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানী বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানের জন্য পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর এলকাসহ সমগ্র দেশের উপযোগী স্থাপন সমূহে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নতুন নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার এ উদ্যোগ বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি পেতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সরকার কর্তৃক যাবতীয় অবকাঠামোগত সুবিধাদির প্রবিধানসহ 'বাংলাদেশ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি-২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার অধীনে কৃষিভিত্তিক, শিল্প সম্পর্কিত, উৎপাদনমূলক, সেবামূলক,বাণিজ্যিক, প্রযুক্তিগত, পর্যটন, আবাসন, বিনোদন ও বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় অনুমোদন প্রদান করা হয়। ২০৩০ সালের মধ্যে সারা দেশে মোট ৭৫ হাজার একর জমিতে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার নীতিগত সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছে। উক্ত পরিকল্পনার আওতায় এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান এবং ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানী আয় বৃদ্ধির প্রত্যাশা সরকারের রয়েছে। ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মোট ৮৮টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়েছে-যার মধ্যে ৫৯টি সরকারিভাবে এবং অবশিষ্ট ২৯টি বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন বেজা'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন ৬টি বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ১৭০৩.৮০ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন ১টি বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ২০০.০০ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ৭টি বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ১৯০৩.৮০ কোটি টাকা এবং বরাদ্দবিহীনভাবে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের অনুকূলে ১০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া, বেপজা'র মাধ্যমে নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ১টি প্রকল্পের অনুকূলে ৭৭.২১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

এ সাব-সেক্টরের অধীন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ১৪টি বিনিয়োগ প্রকল্পে ১৯৬.০৩ কোটি টাকা ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ রয়েছে। এছাড়াও ৮টি প্রকল্প এডিপিতে অননুমোদিত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সাব-সেক্টর: ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০) প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭.৪%। তন্মধ্যে শিল্প ও সেবা খাতে গড় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১০.৮% এবং ৬.৩%। মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান ২৯% থেকে ৪০% এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে এবং মোট জনশক্তির ২৫% শিল্প খাতে নিয়োজিত থাকবে।

শিল্প সেক্টরের ইএন্ডই সাব-সেক্টরের আওতাধীন শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। এ সাব-সেক্টর দেশের প্রধান রপ্তানি আয়ের উৎস পোশাক শিল্প খাতের উন্নয়ন, হালকা ও মাঝারি শিল্প খাতের উন্নয়ন, দেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর মান উন্নয়ন, উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের মাধ্যমে রপ্তানি বহুমূখীকরণ, দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এ সাব-সেক্টরের আওতায় ১১টি বিনিয়োগ প্রকল্পের ১১৬.৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এছাড়াও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১টি বিনিয়োগ ও ৩টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৭৮.২৯ কোটি (জিওবি ৭৪.০১ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ২০৪.২৮ কোটি) টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে থোক বরাদ্দ হিসাবে ৩৫.৩২ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বৈশিষ্ট্যাবলী

সেক্টরঃ বিদ্যুৎ

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে বিদ্যুৎ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করছে এবং ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

এছাড়া, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার আওতায় দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহ হতে বিদ্যুৎ আমদানির প্রয়াসও অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ (ভেড়ামারা)-ভারত (বহরমপুর) গ্রিড আন্তঃসংযোগ সিস্টেমের মাধ্যমে ১০০০ মেঃওঃ এবং ত্রিপুরা (ভারত) - কুমিল্লা (দক্ষিণ উপকেন্দ্র-বাংলাদেশ) গ্রীড আন্তঃসংযোগ সিস্টেমের মাধ্যমে রেডিয়াল মোডে আরো ১৬০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ আমদানি হচ্ছে। ভারত থেকে আরো বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে "ভেড়ামারা (বাংলাদেশ) - বহরমপুর (ভারত) দ্বিতীয় ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন (বাংলাদেশ অংশ) নির্মাণ প্রকল্প" ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে বাস্তবায়নাধীন আছে।

গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে নতুন উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ এমনভাবে করা হচ্ছে যাতে উভয় প্রকার জ্বালানীতেই (তেল ও গ্যাস) বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। দেশে গ্যাসের স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিকল্প জ্বালানী হিসেবে কয়লার ব্যবহার বিবেচনা করা হচ্ছে। সে লক্ষ্যে কক্সবাজারের মহেশখালী চ্যানেলের পাশে মাতারবাড়ী এলাকায় ২×৬০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

সরকার ভবিষ্যত জ্বালানী নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার সাম্প্রতিককালে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানী হতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে ১৯টি উৎপাদন প্রকল্প, ২৩টি সঞ্চালন প্রকল্প এবং ৩৮টি বিতরণ প্রকল্প বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৮৭টি (৮০টি বিনিয়োগ এবং ৭টি কারিগরী সহায়তা) প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৪৮০৩.৯৩ (চব্বিশ হাজার আটশত তিন কোটি তিরানব্বই লক্ষ) জিওবির পরিমাণ ১৩২০৯.০৮ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১১৫৯৪.৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে এডিপি বরাদ্দের প্রকল্প ঋণ অংশে ১৮৩৭.৯৬ কোটি টাকা ECA (Export Credit Agency) হতে অর্থায়ন করা হবে। এছাড়া, সংস্থাসমূহের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ৪টি প্রকল্পের জন্য এডিপিতে মোট ৭৫৫.৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে সমাপ্য প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ৬টি প্রকল্প সমাপ্ত হবে না বিধায় ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বৈশিষ্ট্যাবলী

সেক্টরঃ তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাথমিক জ্বালানীর চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও উন্নয়নের পাশাপাশি বিদ্যমান গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ পুন:মূল্যায়ন ও পুনর্বাসন, অতিরিক্ত পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য আমদানি এবং কয়লা ক্ষেত্রসমূহের উন্নয়নে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর জন্য সরকার কর্তৃক এলএনজি আমদানি করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মহেশখালীতে দৈনিক ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন Floating Storage and Re-gasification Unit (FSRU) হতে জাতীয় গ্রীডে LNG সরবরাহ শুরু হয়েছে এবং মহেশখালীতে দ্বিতীয় ভাসমান টার্মিনাল এর কমিশনিং শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। এছাড়া, কুতুবদিয়া ও পায়রায় ১০০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি ল্যান্ড বেজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলছে। বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৪টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশব্যাপি সিস্টেম লস কমানোর মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম চলছে। দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানী চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য আমদানীকৃত ক্রুড অয়েল এবং Finished Products (HSD) সহজে, নিরাপদে, স্বল্প খরচে এবং স্বল্প সময়ে খালাস নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গভীর সমুদ্রে পাইপ লাইনসহ Single Point Mooring স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান আছে এবং বছরে ৩ মে. টন পরিশোধন ক্ষতাসম্পন্ন ইষ্টার্ণ রিফাইনারী ইউনিট-২ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, দেশের বিভিন্ন অংশে জ্বালানী তেল সহজ সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবহন এবং বিতরণের লক্ষ্যে ট্যাংকারযোগে পরিবহণ ব্যবস্থার পরিবর্তে পাইপলাইনে তেল পরিবহণের জন্য “চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানী তেল পরিবহণ” শীর্ষক একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। সে সাথে দেশের উত্তরাঞ্চলে গ্যাস সঞ্চালনের লক্ষ্যে বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প ও ইন্ডিয়ান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল এবং অন্যন্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদির উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বর্তমানে চলমান রয়েছে। অন্যদিকে, PPP’র ভিত্তিতে গভীর সমুদ্রে সাম্প্রতিক সমুদ্র বিজয়ের ফলে অর্জিত ব্লকসমূহে তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এসকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশে জ্বালানী খাতের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এ সেক্টরের ২০২০-২১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ৮টি জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ১৮৩৫.৬২ কোটি টাকা (থোকসহ) বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে জিওবি ১০৭২.৯৭ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক উৎস হতে ৭৬২.৬৫ কোটি টাকা এবং নতুন পকল্পের বরাদ্দের পরিমাণ ১৭৮.১৮ কোটি টাকা নির্বাহ করা হবে। এছাড়া, বরাদ্দবিহীনভাবে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত ৮টি নতুন অননুমোদিত প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ছাড়া তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ সেক্টরের আওতায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন সংস্থার নিজস্ব/গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে ১৭টি প্রকল্পের জন্য মোট ১৩০৩.০৪ কোটি টাকা ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপি-তে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বৈশিষ্ট্যাবলী

সেক্টরঃ পরিবহণ

সাব-সেক্টর : সড়ক পরিবহণ

দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিবহণ সেক্টরের বিনিয়োগকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। পরিবহণ সেক্টরের আওতায় সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্ত সংস্থাসমূহ সুষ্ঠু ও নিরাপদ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সড়ক নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, সেতু, ফ্লাইওভার ও টানেল নির্মাণসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে।

সুষ্ঠু ও নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক নেটওয়ার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সেতু যথাঃ লালন শাহ্ সেতু (পাকশী সেতু), দপদপিয়া সেতু, তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু, ২য় কাঁচপুর, মেঘনা এবং গোমতী সেতু জনগণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, সেতু বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৬.১৫ কিঃমিঃ দীর্ঘ পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ কাজসহ কন্সট্রাকশান অব মাল্টি লেন রোড টানেল আন্ডার দি রিভার কর্ণফুলী" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৪৩ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের টানেল নির্মাণ চলমান রয়েছে। এছাড়া, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং জয়দেবপুর ময়মনসিংহ মহাসড়ককে ৪ লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, ঢাকা-খুলনা (এন-৮) যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবঙ পাঁচ্চা-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত যাত্রাবাড়ী-মাওয়া-ভাঙ্গা পর্যন্ত এক্সেপ্রেসওয়ে ১২/০৩/২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করে জনসাধারণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর-এয়ারপোর্ট সড়কে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট লাইন নির্মাণ এবং সাসেক রোড কানেক্টিভিটি প্রকল্পের আওতায় ২ লেন বিশিষ্ট ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা (এন-৪) জাতীয় মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীতকরণ, ঢাকা -চট্টগ্রাম মহাসড়কের মহিপাল নামক স্থানে ৬ লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ, সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, পিপিপি প্রজেক্ট এর আওতায় হয়রত শাহাজালাল বিমানবন্দর হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, ওয়েষ্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রম্নভমেন্ট প্রজেক্ট এর আওতায় দেশের পশ্চিম অঞ্চলের জাতীয়/আঞ্চলিক মহাসড়ক, এশীয়ান হাইওয়ে/সাসেক করিডোরে অবস্থিত ঝুঁকিপূর্ণ ৬১টি সেতু পুনঃনির্মাণ, ক্রস-বর্ডার রোড নেটওর্য়াক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ), সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II: এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ, ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট মহাসড়ক উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেনসহ চার-লেনে উন্নীতকরণ, ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল-৮জাতীয় মহাসড়ক ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ এবং লাইন অব ক্রেডিট (এলওসি) এর মাধ্যমে বিআরটিসি'র জন্য বাস সংগ্রহ প্রকল্প চলমান রয়েছে।'ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬)' প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরের উত্তরা হতে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল লাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে যা ২০২১ সালে চালু করা হবে। এছাড়া, সম্প্রতি 'ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-১)' প্রকল্পের আওতায় বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর স্টেশন ও নতুন ও নতুন বাজার থেকে পূর্বাচল ডিপো পর্যন্ত ৩১.২৪১ কি:মি: এবং 'ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): নর্দার্ন রুট' প্রকল্পের আওতায় হেমায়েতপুর-আমিনবাজার-গাবতলি-মিরপুর ১- মিরপুর ১০-কচুক্ষেত-বনানী-গুলশান ২-নতুনবাজার-ভাটারা পর্যন্ত ২০.০০ কি:মি: পর্যন্ত দু'টি নতুন মেট্রোরেল লাইন নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের আওতায় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের ২০২টি প্রকল্প (বিনিয়োগ ১৯২টি + কারিগরি সহায়তা ১০টি) এবং সেতু বিভাগের ৬টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। উক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মোট ৩২৪৪৪.২০ কোটি (জিওবি: ২৪১৮৮.৯৭ কোটি + প্রকল্প সাহায্য: ৮২৫৫.২৩কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

সাব-সেক্টরঃ রেলওয়ে পরিবহণ

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৩৮টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। এসকল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ১২২৩৮.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে; এর মধ্যে জিওবি ৩৪২৩.৩২ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৮৮১৪.৬৮ কোটি টাকা। পরিবহন খাতে রেলওয়ের হিস্যা বৃদ্ধি এবং বর্ধিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের আধুনিকায়নের জন্য লোকোমোটিভ, কোচ, ওয়াগন ক্রয় ও পুনর্বাসন, নতুন নতুন ট্র্যাক নির্মাণ ও পুনর্বাসন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। লোকোমোটিভ, কোচ, ওয়াগনের স্বল্পতা দূর করার জন্য ৪০০টি মিটার গেজ ও ২৭০টি ব্রড গেজ যাত্রীবাহী ক্যারেজ, ৯০টি লোকোমোটিভ, ২টি রিলিফ ক্রেণ ও ১টি লোকোমোটিভ সিমুলেটর ক্রয়ের প্রকল্প চলমান রয়েছে। তাছাড়া, ৩৫০টি যাত্রীবাহী কোচ পুনর্বাসনের কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। রেল সংযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম-দোহাজারী, সৈয়দপুর-চিলাহাটি, লাকসাম-চাঁদপুর ইত্যাদিসহ গুরুত্বপূর্ণ সেকশনে রেল লাইন পুনর্বাসন কাজ চলমান রয়েছে। রেলের আধুনিকায়নের জন্য আখাউড়া-লাকসাম ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন (৭২ কি:মি:), দোহাজারী-গুনদুম (১২৯ কি:মি:),

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন (২১.৫৩ কি:মি:), মধুখালি-কামারখালি-মাগুরা ব্রড গেজ লাইন (২৩.৯০ কি:মি:), জয়দেবপুর-ঈশ্বরদী ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন (১৮৭.০১ কি:মি:), বগুড়া-শহীদ মনসুর আলী স্টেশন ডুয়েল গেজ লাইন (১০২.৮১ কি:মি:) ইত্যাদি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। প্রতিবেশী দেশের সাথে রেল সংযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য চিলাহাটি ও চিলাহাটি বর্ডার এর মধ্যে ব্রড গেজ লাইন (৭ কি:মি:), খুলনা হতে দর্শনা পর্যন্ত ডাবল লাইন রেলপথ, খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত (৫৩ কি:মি:) রেল লাইন নির্মাণ এবং পার্বতীপুর হতে কাউনিয়া সেকশনের মিটারগেজ লাইনকে ডুয়েলে গেজে রুপান্তরের (৬৬.৮৫ কি:মি:) প্রকল্প চলমান আছে। এছাড়া, পদ্মা বহুমুখী সেতুর সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য ঢাকা-গেন্ডারিয়া-মাওয়া-ভাঙ্গা-যশোর সেকশনে (১৭২ কি:মি: দীর্ঘ) 'পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়েছে। রাজধানী এবং দেশের উত্তরাঞ্চলের সাথে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যমুনা নদীর উপর বিদ্যমান বঙ্গবন্ধু সেতুর ১৫০ মিটার উজানে শুধুমাত্র রেল সেতু নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তদুপরি, সুনামগঞ্জ, গোবরা হতে পিরোজপুর পর্যন্ত, দর্শনা হতে ডামুরহুদা এবং মুজিবনগর হয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত হতে রেল সংযোগ প্রতিষ্ঠা এবং রাজবাড়িতে একটি নতুন ক্যারেজ মেরামত কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

সাব-সেক্টরঃ বিমান পরিবহণ

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১৬টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। এর মধ্যে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের প্রকল্প সংখ্যা ৮টি এবং অবশিষ্ট ৮টি বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত। এসকল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৩৬০৮.৬৯ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। এর মধ্যে জিওবি ১১০৮.৬৯ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২৫০০.০০ কোটি টাকা। এই সাব-সেক্টরের উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে খান জাহান আলী বিমান বন্দর, সিলেট ওসমানী বিমান বন্দর, কক্সবাজার বিমান বন্দর, শাহ আমানত বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম এর উন্নয়ন। এসকল প্রকল্পের আওতায় রানওয়ে, টেক্সিওয়ের উন্নয়নসহ বিমান বন্দরের আনুষঙ্গিক সুবিধাদির উন্নয়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর. ঢাকার সম্প্রসারণ তথা তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ এই সাব-সেক্টরের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প যেটি জাইকা'র অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া, পর্যটন শিল্পের প্রসার এবং বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র যেমন চট্টগ্রামের পারকি, নোয়াখালির হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপ, চাপাইনবাবগঞ্জের মহানন্দা, পঞ্চগড়, বরিশালের দুর্গাসাগরে পর্যটন সুবিধাদি বৃদ্ধির বেশ কয়েকটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। জাতীয় হোটেল ও ট্যুরিজম ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এর আধুনিকায়ন সংক্রান্ত একটি প্রকল্প ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন আছে।

আশা করা যায় যে, এসকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রেল, নৌ এবং বিমান পরিবহন ও পর্যটন সাব-সেক্টরে সরকারের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হবে; যা ভিশন ২০২১/২০৪১ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সাব-সেক্টরঃ নৌ-পরিবহণ

নৌ পরিবহন খাতে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক ৪২টি প্রকল্প ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত হবে। এসকল প্রকল্পের জন্য মোট ৩৫১৬.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে জিওবি ৩১১৩.৮২ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪০২.১৮ কোটি টাকা। নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যে রয়েছে নদী বন্দর ও নদী পথের পলি অপসারণ, নদীপথে মালামাল পরিবহন এবং বিভিন্ন সুবিধাদির উন্নয়ন। এছাড়া, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন, বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন প্রকল্পের আওতায় টার্মিনালসহ চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ নৌ-পথ খনন এবং আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ, বিভিন্ন প্রকারের জলযান সংগ্রহ, জেটি পুনঃনির্মাণ, ফেরী ঘাট উন্নয়ন, আনুষঙ্গিক উপকরণসহ ৭৫টি ড্রেজার ক্রয় প্রকল্প এ খাতের উল্লেখযোগ্য প্রকল্প। নতুন প্রকলল্পসমূহের মধ্যে নারায়ণগঞ্জের খানপুরে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ও বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ, পাটুরিয়া ও দৌলতদিয়ায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর আধুনিকায়ন ইত্যাদি প্রকল্প এ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত হবে। এতদ্ব্যতীত, মেরিন একাডেমি স্থাপন, জিএমডিএসএস ও ইন্টিগ্রেটেড মেরিটাইম নেভিগেশনাল সিস্টেম স্থাপন, মংলা বন্দরের আধুনিকায়ন, নদী ও সমুদ্র বন্দরসমূহে ড্রেজিং ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রকল্প চলমান রয়েছে। তাছাড়া, বেনাপোল, বুড়িমাড়ি, তামাবিল, বল্লা, বিলোনিয়া, গোবরাকুড়া, কড়ইতলীসহ অন্যান্য স্থলবন্দরে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন সংক্রান্ত ৭টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। নতুন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প এই সাব-সেক্টরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; তা হলো 'মাতারবাড়ি বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প'। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ১৭৭৭৭.১৬ কোটি টাকা, যা জাইকার অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে মোট ১৭৩.৫৯ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বৈশিষ্ট্যাবলী

সেক্টরঃ যোগাযোগ

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ-এ রূপান্তরের জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। এজন্য যোগাযোগ সেক্টরটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। দেশব্যাপী তথা সমগ্র বিশ্বের সাথে তথ্যের অবাধ আদান-প্রদান ব্যতীত একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে যোগাযোগ সেক্টরের আওতায় মোট ১৯ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার সবগুলোই বিনিয়োগ প্রকল্প। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ২৫৭৩.৭৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে স্থানীয় মুদ্রা ১৫৩৯.২৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০৩৪.৫৩ কোটি টাকা।

বিটিসিএল কর্তৃক সমগ্র দেশব্যাপী সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য চীন সরকারের আর্থিক সহায়তায় "ডিজিটাল সংযোগের জন্য টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটিসহ মোট ০৩টি প্রকল্প ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাছাড়া, টেলিটক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "৩জি প্রযুক্তি চালুকরণ ও ২.৫ জি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ফেজ-২)" শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসহ ২০২০-২১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে ডাক ব্যবস্থা সবচেয়ে পুরাতন হলেও ঐতিহ্য এবং স্বল্প মূল্যের কারণে ডাকের চাহিদা এখনও ব্যাপক। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ বাংলাদেশ সরকারে একটি ঐতিহ্যবাহী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। ডাক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডাক সার্ভিস আধুনিকীকরণ, গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ, ডাক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ঢাকা শহরে আবাসিক ভবন নির্মাণ, জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রম ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নপূরণের উদ্দেশ্য "ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ" এবং "মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ" প্রকল্প দুটিসহ মোট ০৪টি প্রকল্প ২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর সঠিক ও সময়মত পূর্বাভাস প্রদানের মাধ্যমে মূল্যবান যানমাল ও সম্পদের ক্ষতি লাঘবের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ সংস্থা ঢাকা, সিলেট, ও রংপুরে ভূ-কম্পন পর্যবেক্ষণাগার নির্মাণ ও চট্রগ্রামে বিদ্যমান ভূ-কম্পন পর্যবেক্ষণাগারটি আধুনিকায়ন করেছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট "বাংলাদেশ আবহাওয়া ও জলবায়ু সেবা" শীষৃক প্রকল্পের আওতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন "কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ (কম্পোনেন্ট-এ); পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন "পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ (কম্পোনেন্ট-বি) এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আবহাওয়া তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কবাণী পদ্ধতি জোরদারকরণ (কম্পোনেন্ট-সি)" শীর্ষক প্রকল্পগুলো ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আরও ০২টি উন্নয়ন প্রকল্প ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়, উপকূলীয় এলাকায় জলোচ্ছাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগের পূর্বাভাস প্রদানসহ যুগোপোযোগী সতর্কবার্তা পৌঁছানো সম্ভব হবে।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বৈশিষ্ট্যাবলী

সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ

ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরের আওতায় ১৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হলো চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে খাল পুন:খনন, সম্প্রসারণ, সংস্কার ও উন্নয়ন, কুড়িল পূর্বাচল লিংক উভয়পার্শ্বে (কুড়িল হতে বালু নদী পর্যন্ত) ১০০ ফুট চওড়া খাল খনন ও উন্নয়ন, চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, পায়রা বন্দর নগরী ও কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ পর্যটনভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাংলাদেশ সচিবালয়ে ২০ তলা বিশিষ্ট নতুন অফিস ভবন নির্মাণ, জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন, সংসদ সদস্য ভবন ও এমপি হোস্টেলসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনার নির্মাণ ও আধুনিকায়ন , মানিকগঞ্জ বহুতল বিশিষ্ট সমন্বিত সরকারী অফিস ভবন নির্মাণ, সরকারি কর্মচারীদের আবাসন সংকট লাঘবের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ মিরপুর পাইক পাড়ায় সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ, বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চীনের আর্থিক সহায়তায় ঢাকার পূর্বাচলে বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ সেন্টার নির্মাণ ইত্যাদি। চলমান প্রকল্প সমূহের মধ্যে আরো উল্লেখযোগ্য হলো র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর নির্মাণ, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভবন নির্মাণ, ঢাকায় জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর এর প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ, সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীতকরণ, কুটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারকরণের জন্য পাকিস্তানের ইসলামাবাদ, ভুটানের থিম্পু, জার্মানির বার্লিন এবং সৌদি আরবের জেদ্দাতে চ্যান্সারি কমপ্লেক্স নির্মাণ, দেশে ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ, অগ্নি দুর্ঘটনা মোকাবেলায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন, ১১টি মর্ডান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন, ৪টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন, দেশের ৬৪ জেলায় চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ ইত্যাদি।

ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরের আওতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রকল্পের মধ্যে শহর ও গ্রামীণ অঞ্চলে পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন, গ্রামীণ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকার রাস্তাঘাট, নর্দমাসহ কবরস্থানসহ বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত আছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বিভিন্ন ওয়াসা ও সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে। ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা পানি সরবরাহ নেটওয়াকৃ উন্নয়ন প্রকল্প, সায়েদাবাদ পানি শোদনাগার-৩ প্রকল্প, জরুরী পানি সরবরাহ প্রকল্প, চিটাগাং ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট, কর্ণফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্যায়), ভান্ডালজুড়ী পানি সরবরাহ প্রকল্প, খুলনা শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, রাজশাহী ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার নির্মান প্রকল্প, গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেষ্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ, সমগ্র দেশে পানি সরবরাহ প্রকল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, সাবেক ছিটমহল এলাকাসহ পার্বত্য জেলাসমূহের বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকায় পানি সরবরাহের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের সকল সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা, ফুটপাত, নর্দমা উন্নয়নের পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন আধুনিক যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, এলইডি বাতি, সিসি ক্যামেরা ও সিসি টিভি কন্ট্রোল সেন্টার স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন উইং-২ এর আওতায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হলো ঢাকা ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প, চাবাগান কর্মীদের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প ইত্যাদি।

এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নে ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের আওতায় মোট ২৭০টি প্রকল্প (বিনিয়োগ ২৬৩ টি + কারিগরী সহায়তা ৭টি) ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ২৫৭৯৪.৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। প্রকল্পের মধ্যে স্থানীয় মুদ্রা ১৯২৮৯.৬১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬৫০৫.২৬ কোটি টাকা।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বৈশিষ্ট্যাবলী

সেক্টরঃ শিক্ষা ও ধর্ম

"রুপকল্প-২০২১" এর লক্ষ্যমাত্রার সাথে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এসডিজি'স) অর্জনে বর্তমান বিশ্বের করোনা অতিমারী ও বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাংলাদেশের সকল স্তরে শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন এবং আধুনিক ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠি তৈরীতে প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বনের উপর বিশেষ গুরুত্বরোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছেরর এডিপিতে শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টরে ১৩৬টি প্রকল্পের (বিনিয়োগ ১২৯টি এবং কারিগরি সহায়তা ৭টি) প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২২,৪৬১.৭৫ কোটি (জিওবি ২০,১৭৭.২২ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ২২৯০.২৩কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের জন্য ৯২৮.০৫ কোটি (জিওবি: ৯১২.৩৫ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ১৫.৭০ কোটি) টাকা থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ফলে শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টরের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ২৩৩৮৯.৮০ কোটি টাকা (জিওবি ২১০৮৯.৮০ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ২৩০০.২৩ কোটি) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে সকল শিশুকে স্কুলমুখী করার লক্ষ্যে এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচীর মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ, শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে পূর্বের ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছের "প্রাথিমক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৪ (পিইডিপি-৪)" শীষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হলে একটি দক্ষ, সমন্বিত এবং সমতাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ ও প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত শিশুর অভিভাবকদের অর্থিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে সারাদেশের জরাজীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নকল্পে "চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথিমক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক দু'টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, ঝরে পড়া সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণে মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্প, দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিংসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে।

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সেক্টেরে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ পর্যায়ে দেশব্যাপী নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয় তৈরি করা, বিদ্যমান বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার, শিক্ষা সহায়ক যন্ত্রপাতি বিশেষ করে আইসিটি সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নে 'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন', 'আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমকি স্তরে শিক্ষার প্রচলন (২য় পর্যায়), নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সসমূহের উন্নয়ন, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার মানোয়ন্নন চলমান রয়েছে। এছাড়াও এ লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিতসরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন, সরকারি কলেজসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, এনহেন্সিং দ্যা লানিং এনভায়রনমেন্ট অব সিলেক্টেড মাদ্রাসাস ইন বাংলাদেশ, ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকার কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান, গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবাং উচ্চ শিক্ষায় অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে শক্তিশালীকরণের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এক/একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। নেত্রকোনা জেলায় শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য প্রকল্পও গ্রহণ করা হয়েছে।

জনগনের জীবনমান উন্নয়ন এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ সরকার TVET (Technical and Vocational Education and Training) খাতকে ফোকাস সেক্টর হিসাবে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে সার্বিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছে, উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে মাথাপিছু আয়

বৃদ্ধি করে দারিদ্র্যতার হার হ্রাসে সহায়ক হবে। কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট এর হার ২০% এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা করেছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। সুনির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে নির্বাচিত ডিপ্লোমা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এসএসসি ভোকেশনাল কার্যক্রমে যথাযথ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কারিগরি দক্ষতা ও প্রশিক্ষন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে। সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ চলছে। দেশের ১০০ টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, ভূমি সংক্রান্ত জঠিলতা নিরসনে দেশে দক্ষ এবং প্রশিক্ষত সার্ভেয়ার তৈরি করার নিমিত্ত "বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন" শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশের রপ্তানী খতের গুরুত্বপূর্ণ টেক্সটাইল সেক্টরে উচ্চ শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ৫ (পাঁচ) টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে (টাঙ্গাইল, পাবনা, জোরারগঞ্জ বেগমগঞ্জ ও বরিশাল) টেক্সটাইল কলেজে রূপান্তর ছাড়াও ঝিনাইদহ, গোপালগঞ্জ , পীরগঞ্জ. মাদারীপুর, সিলেট এবাং জামালপুরে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়াও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, নোয়াখালীসহ গৌরনদী, ভোলা, জামালপুর, নওগাঁ (মান্দা), লালমনিরহাট, ফরিদপুর সিরাজগঞ্জ সুনামগঞ্জ এবং সিলেট এ নতুন টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে। ইতোমধ্যে স্বতন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপন করা হয়েছে। দেশের ৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন, উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম, শিক্ষার্থী ফিডিং প্রোগ্রাম, অধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরি বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষন, বিভাগীয় পর্যায়ে কারিগরি মাদ্রাসা স্থাপন ও মাদ্রাসা সসমূহে নতুন শিক্ষা ভবন নির্মাণের উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এর লক্ষ্যে নির্বাচত ১৮০০টি মাদ্রাসায় অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকীকরণ, স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণসহ নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণকল্পে "নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহের উন্নয়ন" প্রকল্প এবং সারা দেশের এমপিওভুক্ত মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক ও স্টাফদের বেতন আবেদন অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণ সম্পন্ন করার নিমিত্তে "মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে এমইএমআইএস সাপোর্ট স্থাপন " প্রকল্প গ্রহনে কাজ করা হচ্ছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে অবহেলিত মাদ্রাসা শিক্ষা ক্ষেত্র হতে অধুনিক ও কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ ও শিক্ষিত জনবল তৈরি করা সম্ভব হবে।

প্রতিরক্ষা বাহিনীর গুণগত প্রশিক্ষণের জন্য তিন বাহিণীর প্রশিক্ষণ একাডেমি কমপ্লেক্স স্থাপন করা হয়েছে। চট্টগ্রামস্থ ভাটিয়ারীতে বিএনএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স এবং চট্রগ্রাম আর্টিলারি সন্টার ও স্কুলে মুজিব ব্যাটারি কমপ্লেক্স স্থাপিত হচ্ছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদোশে মন্দির এবং প্যাগোডা ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা চলমান রয়েছে। তাছাড়া, দেশে সঠিক ইসলামিক জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধের পরিচর্যা ও প্রসারের উদ্দেশ্যে "প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় ১টি করে ৫৬০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন" প্রকল্পটি বাস্তাবায়নাধীন রয়েছে। সারাদেশের ১৮১২টি মন্দির ও হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামতের লক্ষ্যেও সম্প্রতি "সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। এছাড়া সারাদেশের মসজিদ অবকাঠামো ব্যবহার করে প্রায় ১ কোটি ২২ লক্ষ শিশু শিক্ষার্থীকে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে প্রাক প্রাথমিক ও পবিত্র কুরআন শিক্ষা প্রদান, নৈতিকতা শিক্ষা এ ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান, ২০৫০টি রিসোর্স সেন্টার কাম শিক্ষা পাঠাগার পরিচালনা করা এবং সারাদেশে ৭৬৬৭০ জন আলেম-উলামা, বেকার নারীপুরুষকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের প্রশিক্ষন প্রদানের লক্ষ্যে "মসজিদভিত্তিক শিশু ও গনশিক্ষা কার্যক্রম-৭ম পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। বাংলাদেশের ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগণের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ বিরোধী সচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে " ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আরো উল্লেখ্য, দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে "হাওড় এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম" প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

বর্তমান সরকারের আমলে গৃহীত এ সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে দেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ধর্মীয় ও উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বৈশিষ্ট্যাবলী

সেক্টরঃ ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সেক্টরের আওতায় দু'টি সাব-সেক্টর রয়েছে (ক) ক্রীড়া ও (খ) সংস্কৃতি। এ সেক্টরের অনুমোদিত মোট ২৮টি প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দ ৫১০.২১ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) এবং নতুন অননুমোদিত প্রকল্পের জন্য থোক বরাদ্দ ৮.৩৩ কোটি টাকা ।

সাব-সেক্টরঃ ক্রীড়া

এ সাব-সেক্টরের আওতায় ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ এবং ক্রীড়ার ভৌত ও গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। খেলার মান উন্নয়ন, প্রতিভা বিকাশ ও ক্রীড়া শিক্ষার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে যুব সমাজের নিকট ক্রীড়া সুবিধাদি পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরেও কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ক্রীড়া সাব-সেক্টরের আওতায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ১৩টি এবং জননিরাপত্তা বিভাগের ১টি প্রকল্পসহ মোট চলতি ১৪টি বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য ১৯৭.৪৩ কোটি টাকা (সম্পূর্ণটাই জিওবি) বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সাব-সেক্টরঃ সংস্কৃতি

বাংলাদেশের সংস্কৃতির উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে এ উপ-খাতে বিনিয়োগ করা হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম এর আওতাধীন। উল্লেখ্য, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর নির্মাণের কাজটিও এই সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এসব সেক্টরে বেশ কিছু ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টি করাসহ দেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে আরো জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। সংস্কৃতি বিষয়ক সাব-সেক্টরের আওতাধীন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চলতি ১২টি বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য ২১২.৬৮ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১টি(এক) বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য ১০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বৈশিষ্ট্যাবলী

সেক্টরঃ স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ

স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ এই গুরুত্বপুর্ণ খাতে ২টি সাব-সেক্টর আছেঃ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ও জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ। এই সেক্টরে মোট ৭৬টি প্রকল্প (বিনিয়োগ ৬৪টি ও কারিগরী সহায়তা ১২ট) বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত আাছে। মোট বরাদ্দ ১৩০৩২.৬০ কোটি টাকা (জিওবি ৮৮১০.৯৪ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪২২১.৬৬ কোটি টাকা । এর মধ্যে নতুন অননুমোদিত প্রকল্পের জন্য থোক বরাদ্দ আছে ৫১৪.৫২ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)।

সাব-সেক্টরঃ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং সপ্তম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য খাতের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বর্তমানে স্বাস্থ্যকে মানব উন্নয়নের একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০২১ সালের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর ও সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সেক্টরে বর্তমান সরকারের ভিশন হলো-স্বাস্থ্য সেবার মান সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য স্তরে পৌঁছানো এবং তা বজায় রাখা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। যেমন-সব ধরনের স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবার পরিধি বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য প্রশাসনকে শক্তিশালী করা এবং স্বাস্থ্য খাতে দক্ষ পেশাদারী জনবল বৃদ্ধি করা। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের লক্ষ্য হলো- পরিবার পরিকল্পনা সেক্টরসহ স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন ঘটানো, বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠি যেমন-মহিলা, শিশু, বয়স্ক এবং দরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (4^{th} HPNSP)'র অনুকূলে বর্তমান অর্থ বছরে পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তাই স্বাস্থ্য সেবার মান সর্বোচ্চ পর্যায়ে অর্জন ও তা ধরে রাখার জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা এবং পরিবার কল্যাণ সেক্টরের অনুকূলে পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সেক্টরকে অগ্রাধিকার সেক্টর হিসেবে বিবেচনা করে এর কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচিতে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (4^{th} HPNSP)সহ স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সেক্টরের আওতায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সাব সেক্টরে ৫৯টি (বিনিয়োগ ৫৪টি+কারিগরি সহায়তা ৫টি) অনুমোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে।

সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশেও কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মহামারী আকারে দেখা দেয়ায় কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নতিকরণ এবং জরুরী প্রস্তুতি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ২টি প্রকল্প সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ (ক) বিশ্বব্যংক সাহায্যপুষ্ট Covid-১৯ emergency Response and Pandemic Preparednes শীর্ষক প্রকল্প, প্রাক্কলিত ব্যয় ১১২৭৫১.৬১ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৭৭৫১.৬১ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য ৮৫০০০ লক্ষ টাকা); ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে ৪০৮.৮৫ (জিওবি ৯৫.৮৪ লক্ষ +প্রকল্প সাহায্য ৩১৩.০১ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ সহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; (খ) এডিবি সাহায্যপুষ্ট 'COVID-১৯ Response Emergency Assistance' শীর্ষক প্রকল্প, প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ১৩৬৪.৫৬৩৭ কোটি (জিওবি: ৫১৪.৫৯৫০ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য: ৮৪৯.৯৬৮৭ কোটি) টাকা।

সাব-সেক্টর: জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ

এ সাব-সেক্টরের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ৫টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ মোট ১৩টি প্রকল্প বাস্তবানাধীন আছে। এ সাব-সেক্টরের আওতায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারী এবং বেসরকারী তথ্য ব্যবহারকারীগণ বিবিএস এর গৃহীত প্রকল্পসমূহ হতে তথ্য ব্যবহার করে লাভবান হচ্ছেন। জাতীয় এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতি বৃদ্ধিসহ এডিজি এর লক্ষ্যমাত্র অর্জনে এ সকল প্রকল্পের কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে। এ ছাড়া জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বৈশিষ্ট্যাবলী

সেক্টরঃ গণসংযোগ

তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর এ সময়ে গণসংযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। এ সেক্টরের আওতায় সরকারের সাথে জনগণের যোগাযোগ মাধ্যমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এ সেক্টরভুক্ত তথ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বিএফডিসি, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এর উন্নয়নের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ হলো সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম, বিভিন্ন বিষয়ে গৃহীত নীতি জনগণকে জানানো এবং উন্নয়নের স্রোতধারায় জনগণের অংশগ্রহণ করতে নানাবিধ প্রচারণা ও উদ্দীপনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা। ইলেক্ট্রনিক, প্রিন্ট মিডিয়া এবং আন্ত:ব্যক্তিক যোগাযোগ মাধ্যমে (গণযোগাযোগ অধিদপ্তর) দেশের গুরুত্বপূর্ণ নীতি, স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যক্রম এবং চলমান ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা। গণসংযোগ সেক্টরের আওতাধীন তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১২টি বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য ২২৯.৫৬ কোটি (জিওবি ২০৭.৫৬ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ২২.০০ কোটি) টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া, এ সেক্টরের অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের জন্য ৩৩.০০ কোটি (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে ।

এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট ১২টি উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে বিটিভি'র বাংলাদেশ টেলিভিশনের কেন্দ্রীয় সম্প্রচার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ও ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশন (১ম পর্যায়)-প্রকল্প, বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় বেতার ভবনে আধুনিক ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন (১ম সংশোধিত)-প্রকল্প, বাংলাদেশ বেতারের মহাশক্তি প্রেরণ কেন্দ্রে ১০০০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার স্থাপন (১ম সংশোধিত)-প্রকল্প, বাংলাদেশ বেতার শাহবাগ কমপ্লেক্স, আগারগাঁও ঢাকায় স্থানান্তর, নির্মাণ ও আধুনিকায়ন (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)-প্রকল্প, বাংলাদেশ বেতারের বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন-প্রকল্প, বাসসের অডিও ভিজ্যুয়াল সংবাদ প্রবর্তন এবং অডিও ভিজ্যুয়াল সংবাদ তৈরিতে বাসস'র সাংবাদিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প এবং মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়)-প্রকল্প অর্থাৎ মোট ৭টি প্রকল্প সমাপ্ত হবে।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বৈশিষ্ট্যাবলী

সেক্টরঃ সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন

সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন সেক্টর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন খাতের আওতাধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। এ সেক্টরের আওতায় ৭ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি'র অভীষ্ট অর্জনে সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক উন্নয়ন এবং যুব উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে এ সেক্টরের অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ৮৫৭.৮৮ কোটি (তন্মধ্যে জিওবি ৬৭০.৩৪ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৮৭.৫৪ কোটি) টাকা। এ সেক্টরের অধীনে বর্তমানে মোট ৪৬টি (তন্মধ্যে বিনিয়োগ-৩৭টি এবং কারিগরী সহায়তা-৯টি) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে । এ সেক্টরের আওতায় অননুমোদিত প্রকল্পের জন্য থোক বরাদ্দ রয়েছে মোট ৭২.১৭ কোটি (জিওবি ৬২.৮০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৯.৩৭ কোটি) টাকা।

সাব-সেক্টরঃ সমাজকল্যাণ

এ সাব-সেক্টরের আওতায় দুঃস্থ, সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও এতিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এ সাব-সেক্টরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সরকারী কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগে সেবাধর্মী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান প্রদান। বেসরকারী প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিকভাবে গৃহীত প্রকল্পে সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের জন্য সংশোধিত নীতিমালার আওতায় গৃহীত অধিকাংশ প্রকল্প এতিম, প্রতিবন্ধী ও সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নার্থে গৃহীত। ২০২০-২১ অর্থ বছরেও কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রকল্প নেয়া হয়েছে। সমাজকল্যাণ সাব-সেক্টরের অধীন চলতি ২০টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ২টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ২৪৩.১৩ কোটি (জিওবি ১৯২.৪১ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৫০.৭২ কোটি) টাকা।

সাব-সেক্টরঃ মহিলা বিষয়ক

এ সেক্টরের লক্ষ্য হলো- নারীর উন্নয়ন এবং শিশুর অধিকার নিশ্চিত করা ও তাদের বিকাশ সাধন। এর আওতায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সকল নারীর অংশগ্রহণ এবং নারীর ন্যায্য অধিকার ও সমতা নিশ্চিত করতঃ সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা এসব বিনিয়োগ ও কারিগরী প্রকল্পের উদ্দেশ্য। পাশাপাশি শিশুরাই আগামীর কর্ণধার বিবেচনায় শিশুর অধিকার ও লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য বেশ কয়েকটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প চলমান আছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে নারী বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার বিভাগের ১টি প্রকল্প এই সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে- উৎপাদনশীল সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন (স্বপ্ন)। মহিলা বিষয়ক সাব-সেক্টরের অধীন চলতি ২০ টি (বিনিয়োগ-১৫ টি ও কারিগরী সহায়তা-০৫টি) প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে ৩৯৯.৮০ কোটি (জিওবি ২৭০.২১ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ১২৯.৫৯ কোটি) টাকা বরাদ্দ রয়েছে ।

সাব-সেক্টরঃ যুব উন্নয়ন

দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৩৩% যুবক-যুব মহিলা। তাদেরকে উপযুক্ত পরিবেশ দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ খাতের উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামের যুবকদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য যুব উন্নয়ন সাব-সেক্টরে কতিপয় প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। যুব উন্নয়ন সাব-সেক্টরের অধীন চলতি ০৬টি (বিনিয়োগ ০৪টি এবং কারিগরি সহায়তা-২টি) প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ৩৪.৪০ কোটি (জিওবি ৩৪.১৭ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ০.২৩ কোটি) টাকা।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বৈশিষ্ট্যাবলী

সেক্টরঃ জনপ্রশাসন

প্রশিক্ষণ ও কর্মজীবনের অগ্রগতিকে সম্পৃক্ত করে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করাই জনপ্রশাসন সেক্টরের মূল লক্ষ্য।

প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতা আনয়ন বিশেষতঃ অনলাইন ভ্যাট আদায় ও ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলের সুযোগ তৈরি, ব্যাংকিং খাতের সংস্কার, বীমা খাতের উন্নয়ন, সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রয় প্রক্রিয়ায় অবাধ প্রতিযোগিতা, অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ইত্যাদি নিশ্চিত করার জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এর অধিকতর সংস্কার ও ই-জিপি সম্প্রসারণ, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, আইন-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি, বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য নিরাপদ, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান, নতুন নতুন ইকনমিক জোনস তৈরি ও উন্নয়ন, সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প জনপ্রশাসন সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন আছে। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণের নিকট সরকারের প্রশাসনিক সেবা যথাসময়ে ও দক্ষতার সাথে পৌঁছে দেয়াই এসব প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

জনপ্রশাসন সেক্টরের আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যলয়ের অধীন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্প; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় 'ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব দ্যা ক্যাবিনেট ডিভিশন এন্ড ফিল্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন' শীর্ষক প্রকল্প; আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের 'বাংলাদেশের বীমা খাত উন্নয়ন' ও 'ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম- ৩ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প; অর্থ বিভাগের 'স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা ও সেবা বিভাগের বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন; 'নির্বাচন ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার; অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন-২০১২ (ভ্যাট অনলাইন)', শীর্ষক প্রকল্পসমূহ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সরকারী বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা পরিকাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক 'কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প, স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রকল্প, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক 'সরকারী বিনিয়োগ অধিকতর কার্যকর করার জন্য সেক্টর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন' প্রকল্প ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক 'টেকই উন্নয়ন অভীষ্ট ও রুপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা (৮ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা) পরিবীক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার রুপকল্প ২০৪১ প্রণ্যনের কাজ শুরু করেছে। একইসংগে উন্নয়নের দ্রুত অগ্রগতি এবং দীর্ঘমেয়াদী রুপকল্পের প্রেক্ষাপটে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের করা হচ্ছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দেশটিকে ২০২৪ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর তালিকা হতে উত্তো্রণ এবং এজেন্ডা ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। জেন্ডার সংবেদনশীল ও ঝুঁকি সচেতন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সেক্টরে ন্যশনাল রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (এনআরপি) ৪টি সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছেঃ কার্যক্রম বিভাগ, এলজিইডি, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

সরকারী কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত)', 'জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমী প্রতিষ্ঠা (২য় সংশোধিত)'; 'বিপিএটিসি এর কোর কোর্সসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ', 'বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ (২য় পর্যায়)' ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ',ও বিপিএসসি-এর বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে। সরকারের 'রূপকল্প ২০২১' এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এ লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে জনপ্রশাসন সেক্টরের আওতায় ৭৭টি (বিনিয়োগ ৪৩টি + কারিগরি সহায়তা ৩৪টি) প্রকল্পে মোট ৩৮৫২.৫২ কোটি টাকা (জিওবি: ২৩৫৬.০৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৪৯৬.৪৭ কোটি টাকা) বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। নতুন অননুমোদিত প্রকল্পের জন্য ২১০.১৫ কোটি টাকা (জিওবি ৯৩.৯৩ কোটি ও পিএ ১১৬.২২ কোটি টাকা) থোক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বৈশিষ্ট্যাবলী

সেক্টরঃ বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপে গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেক্টরের মূল লক্ষ্য হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন, প্রসার এবং এর ফলাফলের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে এ খাতের উন্নয়ন সাধন করা। এ লক্ষ্যে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেক্টরে ৫০টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে (বিনিয়োগ ৪৭টি ও কারিগরি ৩টি)।

তথ্য ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মধ্যে পারস্পারিক তথ্য আদান প্রদানের জন্য ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত কানেকটিভিটি প্রদান, আইসিটি বিষয়ে ফ্রি-ল্যান্সার তৈরির লক্ষ্যে লার্নিং এন্ড আর্নিং প্রকল্প বাস্তবায়ন, সরকারি তথ্য ভান্ডার নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন, ইন্টারনেটে তথ্যের মাধ্যমে সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সাইবার নিরাপত্তা ও নিরাপদ ই-মেইল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন, গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে নেতৃস্থানীয় ভাষা হিসেবে বাংলা কম্পিউটিং প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন, তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন এন্ড গেমিং ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্প বাস্তবায়ন, দেশব্যাপী সরকারি সেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রভৃতি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, স্ট্যাবলিশিং ডিজিটাল কানেক্টিভিটি, দুর্গম এলাকায় আইসিটি নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি প্রদান, সিসিএ কার্যালয়ে সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দেশে প্রথম বারের মত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং এ পরকল্পের অনুকূলে মোট ১৫৬৯১.১১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আইসোটোপ উৎপাদন ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ, পরমাণু চিকিৎসা প্রযুক্তি নির্ভর ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য অত্যাধুনিক পজিট্রন এমিশন টমোগ্রাফী এবং কম্পিউটেড টমোগ্রাফী (পেটসিটি) প্রযুক্তি স্থাপন, দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন, ইনস্টিটিউট অব বায়োইকুভ্যালেন্স স্টাডিজ এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল সাইন্সেস প্রতিষ্ঠাকরণ, নবজাতকের জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজম জনিত প্রতিবন্ধীতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নবজাতকের মধ্যে জন্মগত হাইপোথাইরয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ, খনিজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন, জাতীয় জীন ব্যাংক স্থাপন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, রাজশাহী স্থাপন, হাইড্রোজেন গবেষণাগার স্থাপন, বিসিএসআইআর ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর শুটকী মাছ প্রক্রিয়াকরণ এবং ইনডোর ফার্মিং গবেষণা সংক্রান্ত সুবিধাদি স্থাপন, কেমিক্যাল মেট্রোলজি অবকাঠামো সমৃদ্ধকরণ, প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, কক্সবাজারস্থ বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউটে একটি মেরিন এক্যুরিয়াম স্থাপন, বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর স্থাপন প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন, বিসিএসআইআর এর ভ্রাম্যমান গবেষণাগার স্থাপন, বরিশালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উপরোল্লিখিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি'তে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেক্টরের অনুকূলে মোট ১৮৪৪৭.৫৭ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য: ৫২৬২.৯৫ কোটি টাকা এবং জিওবি: ১৩১৮৪.৬২ কোটি টাকা) বরাদ্দ রয়েছে। এছাড়া, এ সেক্টরের অনুকূলে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের জন্য ২৫২.৫১ কোটি (১৮৯.৮১ জিওবি এবং পিএ ৬২.৭০কোটি) টাকা থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বৈশিষ্ট্যাবলী

সেক্টরঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান

শ্রম ও কর্মসংস্থান খাতে ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১২টি বিনিয়োগ ও ৫টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ মোট ১৭ টি অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য (থোকসহ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৫৭৪.৫৬ কোটি টাকা (জিওবি ৪০৩.৪৩ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ১৭১.১৩ কোটি টাকা) বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। তন্মধ্যে নতুন অননুমোদিত প্রকল্প সমুহের জন্য থোক বরাদ্দের পরিমাণ ২৮.৩৬ কোটি (জিওবি ২৭.৯৯ কোটি ও পিএ ০.৩৭ কোটি) টাকা। দেশের শিল্প কারখানাসমূহের নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প এবং "তৈরী পোশাক ও চামড়া শিল্পে শ্রমিকদের দুর্ঘটনা স্কিম" শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। রানা প্লাজা ধ্বসের পর দেশের তৈরি পোশাক খাতে কর্ম নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "তৈরি পোশাক খাতে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তৈরী পোশাক ও চামড়া শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা স্কিম শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় বিশাল জনশক্তিকে কর্মে নিযুক্তকরণের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক "বিভিন্ন উপজেলায় ৪০টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। শ্রমিকদের বিদেশ গমন প্রত্যাগত শ্রমিকদের সুবিধার্থে "Application of Migration policy for Decent Work for Migrant Workers" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে।

দেশে বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষ চালক তৈরীর জন্য প্রায় একলক্ষ বিশ হাজার চালককে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান শীর্ষক প্রকল্প ও বিদেশ গমনেচ্ছু শ্রমিকদের বিদেশ গমনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধীনে সকল বিভাগ ও জেলায় কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং চট্টগ্রামে একটি প্রবাসী কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দবিহীন তালিকায় অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে।